পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহে পরিবেশসম্মত ভাবে ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

Ecologically based Rodent Management Training at CHTs Project

ভূমিকা

ইঁদুর মানুষের চিরশত্রু। ইঁদুর মানুষের(গ্রামাপরিবারের) তিনভাবে ক্ষতি করে থাকে। প্রথমতঃ মাঠের কৃষি শস্য খেয়ে ও কেটে; দ্বিতীয়তঃ গুদামজাত খাদ্যশস্য খেয়ে, নষ্ট ও কলুষিত করে; তৃতীয়তঃ মানুষসহ পশুপাখির মারাত্মক রোগজীবাণু বহন ও বিস্তার ঘটিয়ে। ইঁদুর স্তন্যপায়ী, সর্বভুক, ক্ষতিকর, নিশাচর মেরুদন্ডী প্রাণী। সারা পৃথিবীতে ২৭০০টির অধিক ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর প্রজাতী আছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১১টি প্রজাতির ইঁদুর সনাক্ত করা হয়েছে। ইঁদুর যে কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে খুব দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে। ১ জোড়া ইঁদুর বছরে ৩০০০ টি ইঁদুর জন্ম দিতে পারে। ১৯৬৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ইঁদুর সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৩৩ মিলিয়ন টন খাদ্যশষ্য নষ্ট করে। যাহা খেয়ে অন্তত ২৫-৩০ টি গরীব দেশের মানুষ অনায়াসে বাঁচতে পারে। আমাদের গবেষণা এলাকায়, ইঁদুর দ্বারা মাঠে ধান ফসলের ক্ষতির পরিমান কৃষকের মতে শতকরা ৮-১২ ভাগ এবং গবেষকদের মতে শতকরা ৪-৬ ভাগ। গুদামে রক্ষিত ধানের ক্ষতির পরিমাণ কৃষকদের মতে শতকরা ৭-১০ ভাগ। ইঁদুর তার মুখের লালা, প্রসাব পায়খানা ও পশম দ্বারা বিভিন্ন রোগজীবাণু (যেমন প্লেগ, লেপ্টোস্পাইরোসিস, সালমোনিলিওসিস ইত্যাদি) ছড়ায়। এ সমস্ত রোগজীবানু দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হলে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে পারে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা সমূহে ইঁদুরের ব্যাপক আক্রমণ দেখা দিয়েছে। ঝুম ও অন্যান্য ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলেছে। উক্ত এলাকায় খাদ্যের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। ইঁদুরের সমস্যা সমাধানে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। এটা ঠিক যে, ইঁদুরকে সম্পূর্ণ নির্মুল করা সম্ভব হবে না তবে, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা প্রয়োগ/ ব্যবহারের মাধ্যমে এদরে সংখ্যা অন্ততঃ কমিয়ে মূল্যবান ফসল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রক্ষা করে খাদ্যাভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে যাহাতে প্রকল্প এলাকা সহ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

ইঁদুরের বিভিন্ন প্রজাতির পরিচিতি

গবেষকদল কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইঁদুরের যে সকল প্রজাতি সনাক্ত করেছেন সেই সকল ইঁদুরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এতদসঙ্গে আলোচনা করা হলোঃ

মাঠের বড় কালো ইঁদুর ঃ (*Bandicota indica*)

এই ইঁদুর আকারে বড় এবং হিংস্র। ওজন প্রায় ৫০০-১০০০ গ্রাম হয়। ইঁদুরের রং কালচে ধুসর বা তামাটে বর্ণের। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ কিছুটা খাটো। লেজ বেশ মোটা, লেজের রিং গুলো স্পষ্ট, পিছনের পা বড়, চওড়া ও গায়ের পাতার নিচের দিকে কালো। এরা সাতারে পটু, গর্তে বাস করে, গর্ত ৮-১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা ৫-৭ বার এবং প্রতিবারে ৮-১০টি বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। এদের গর্ভধারণ কাল ২১-২৫ দিন, ১৮-২২ দিনে এদের বাচ্চাদের চোখ ফোটে এবং বাচ্চারা ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্তন পান করে। স্তন সাধারণত ৬ জোড়া। বাচ্চাদের বয়স ৩ মাস পূর্ণ হলেই এরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এরা সাধারণত মাঠে ধান ফসলের বেশী ক্ষতি করে।

মাঠের কালো ইঁদুর ঃ (*Bandicota bengalensis*)

এই ইঁদুরগুলো কালচে ধুসর কিংবা তামাটে বর্ণের। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ কিছুটা খাটো। এরা সাতারে পটু এবং গভীর পানির ধানের ব্যপক ক্ষতি করে। গর্ত তৈরী করে বসবাস করে। গর্ত ৮-১০ মিটার লম্বা এবং ৭০ সে:মি: পর্যন্ত গভীর করতে পারে। ধানের কুশি কেটে এবং শীষ বহন করে গর্তের সংরক্ষন কক্ষে সরবরাহ করে।তারা মাঠফসলের শতকরা ২.৫-১২ ভাগ ক্ষতি করে। স্ত্রী ইঁদুরে সাধারণতঃ ৭-৯ জোড়া স্তন থাকে কিন্তু ভারতে ১৪-১৭ জোড়া পর্যন্ত দেখা যায়। গর্ভধারন কাল ২১-২২ দিন। এরা সারাবছরই বাচ্চা জন্ম দিতে পারে, তবে বছরে ৫-৭ বার এবং প্রতিবারে ৬-১০ টি করে বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে। বাচ্চার ১৪-১৮ দিনে চোখ ফোটে, ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্তন পান করে এবং তিন সপ্তাহ পর থেকে শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করে। তাদের বয়স তিন মাস পূর্ণ হলে বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

বাঁশের ইঁদুর ঃ (*Cannomys badius*)

বাংলাদেশে শুধু মাত্র একটিই বাঁশের ইঁদুরের প্রজাতি দেখা যায় যেটা তামাটে বাঁশের ইঁদুর নামে পরিচিত। আকারে মাঠের বড় কালো ইঁদুরের মত তবে দেহের অংশ সাধারণত একই গঠনের, প্রসস্ত মাথা, খাটো পা, সামনের এবং পিছনের পায়ে শক্তিশালী নখর আছে। বিরাট ছেদন দাঁত এবং চোখ, কান ও লেজ দেহের তুলনায় ছোট। সারা শরীরে লালচে বাদামী পশম দ্বারা আবৃত। তবে লেজের পশম তুলনামুলকভাবে বিক্ষিপ্ত ও কম। বাচ্চার সংখ্যা ৩-৫টি, গর্ভধারণকাল কমপক্ষে ২২ দিন, জন্মের প্রায় ১০-১৩ দিন পর পশম গজায় এবং চোখ খুলে ২৪ দিনে। জন্মের ১-৩ মাস পর মাকে ছেড়ে যায়। সাধারণত ৪ জোড়া স্তন থাকে। প্রায় ৪ বছর বাচে। এরা গর্তেই বাস করে এবং সন্ধার প্রারম্ভে বাহির হয়ে বাঁশের ঘন বনজঙ্গলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করে। সেখানে প্রধান খাদ্য হিসাবে বাঁশের কন্দ, ফুল এবং ডগা খায়। এছাড়া পতিত ফল এবং মাঝে মাঝে তরমুজের নীচের অংশও খেয়ে থাকে। অন্যদিকে এরা ধান গাছ আক্রমন করে তুলে গর্তে নিয়ে যায়। এমনকি অল্প বয়স্ক রাবার সহ রোপনকৃত বৃক্ষের ক্ষতি করে থাকে।

গেঁছো ইঁদুর ঃ (*Rattus rattus*)

গেঁছো ইঁদুর সাধারণতঃ মাঝারী ধরনের, লম্বাটে, লালচে বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। শরীরের নীচের দিকটা সাদাটে বা হালকা হলুদ বর্ণের। এদের পশম নরম এবং পিছনের দিকে কিছু কিছু পশম অন্যান্য পশমের চেয়ে লম্বা। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ লম্বা। লেজের সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এক গাছ থেকে অন্যগাছে সহজেই চলাচল করতে পারে। এই জাতের ইঁদুর গুদাম জাত শস্য, ঘরে রাখা খাদ্য শস্য, ফলমুল, তরি তরকারী ইত্যাদির বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। এরা মাটিতে গর্ত না করে ঘরের মাচায় বা গুপ্ত স্থানে গাছে বাসা তৈরী করে বংশ বৃদ্ধি করে। এদেরকে সাধারণতঃ মাঠে কম দেখা যায়, তবে বাড়ীর আশেপাশে, উঁচু এলাকায় ও নারিকেল জাতীয় গাছে বেশী দেখা যায়। এরা সারাবছরই বাচ্চা দিতে পারে। তবে এরা সাধারনতঃ বছরে ৭/৮ বার ও প্রতিবারে ৩-৬টি করে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এদের গর্ভধারকাল ১৮-২১ দিন।

United Nations Development Programme
Chittagong Hill Tracts Development Facility (CHTDF)

Implemented by : AID-COMILLA

Australian Government
AusAID

Referance : ACIAR, Australia, Dr. Ken P.Aplin, Dr. Peter R. Brown, Dr. Jens Jacob, Dr. Charles J. Krebs & Dr. Grant R. Singleton
Krishi Katha Published by : Department of Agriculture Extension, Bangladesh
Rodent Research Team in Bangladesh : Dr. Steven R Belmain, NRI, University of Greenwich, UK, Dr. Nazira Q Kamal, Dr. Santosh Kumer Sarker, Mohammad Harun, Md. Nazmul Islam Kadry, Abul Kalam Azad, Rokeya Begum Shafali of AID-COMILLA